

# সন্দেশ ও কুসংস্কার

15-September-2022



সাপ্তাহিক সূনাত্তে ভরা ইজতিমার  
সূনাত্তে ভরা বয়ান  
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا كَثُرْتُكُمْ عَلَى صَلَاةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا

হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাণ্ড ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে হতে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْتِيُّ الصَّادِقَةُ

অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## অশুভ (ব্যক্তি) কে?

এক বাদশা ও তার সাথীরা শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের (Forest) দিকে যাচ্ছিলো। সকালের নীরবতায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ স্পষ্ট শূনা যাচ্ছিলো, যা শুনতেই অধিকাংশ পথচারী রাস্তা থেকে সরে যেতো। কেননা, বাদশাহ্ শিকারে যাওয়ার সময় কারো রাস্তায় আসাকে পছন্দ করতো না। বাদশাহ্ ও তার সাথীদের বাহন খুবই শান ও শওকতের সাথে শহর দিয়ে চলছিলো, যখনই বাদশাহ্ শহরের সীমানা প্রাচীরের নিকট পৌঁছলো, সামনে দৃষ্টিপাত করতেই তার দৃষ্টি এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়লো, যে কিনা রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার পরিবর্তে একেবারে নির্ভয়ে চলছিলো। তাকে সামনে দেখেই বাদশাহ্ রাগান্বিত স্বরে চিৎকার করে উঠলো: “উফ! এতো খুবই অশুভ। এই দূর্ভাগা কানা (এক চোখ বিশিষ্ট) কি জানে না যে, যখন বাদশাহের বাহন যায়, তখন রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এই অমঙ্গল চিহ্নিত এক চোখা (এক চোখ বিশিষ্ট) তো আমার রাস্তা অতিক্রম করে একেবারে অমঙ্গলজনক প্রমাণ দিচ্ছে।” বাদশাহ্

সিপাহীদের দিকে ফিরে আসলো আর রাগান্বিত স্বরে চিৎকার করে বললো: “আমি আদেশ করছি, এই এক চোখ বিশিষ্ট লোকটিকে ঐ খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হোক আর আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই লোক এখানেই বাঁধা থাকবে। আমরা ফিরে এসে তার শাস্তির বিষয়ে বিবেচনা করবো।” সিপাহীরা (Guards) সাথে সাথেই আদেশ মান্য করলো এবং সেই লোককে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। বাদশাহ্ ও তার সাথীরা ধূলো উড়িয়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। বাদশাহ্ বিপদে পরার পরিবর্তে এবার বাদশাহ্ খুবই সফল হলো। বাদশাহ্ নিজের পছন্দের পশু ও পাখি শিকার করলো, বাদশাহ্ খুবই আনন্দিত ছিলো। কেননা, আজ একটি নিশানাও বিফল হলো না বরং যে পশুর উপর দৃষ্টি পরলো তাই শিকার করতে পারলো। উজির পশুগুলো ও পাখিগুলো গণনা করে বললো: “আজতো আপনার শিকার খুবই সফল, কিরূপ চিন্তা দৃষ্টি ছিলো আর কিরূপ নিশানা!” এভাবে সকল সাথীরাই বাদশাহের প্রশংসায় ব্যস্ত ছিলো, যখন সন্ধ্যার সময় বাদশাহ্ শহরের নিকট পৌঁছলো তখন ঐ ব্যক্তিকে রশিতে আবদ্ধ দেখলো। বাদশাহর বাহনের সাথে সাথে শিকারকৃত পশু ও পাখির গাড়িও আসছিলো, যা দেখে বাদশাহ্ ও তার সাথীদের গর্বে বুক ফেটে যাচ্ছিলো। শিকারে পূর্ণ গাড়ি দেখে ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললো: বলুন মহামান্য বাদশাহ্! আমাদের দু’জনের মধ্যে অশুভ কে, আমি নাকি আপনি? একথা শুনেই বাদশাহর সিপাহীরা সেই লোকটির সামনে উদ্ধত তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো, কিন্তু বাদশাহ্ তাদেরকে হাতের ইশারায় বিরত রাখলো। সেই ব্যক্তি নির্ভয়ে আবারো বললো: বলুন মহামান্য বাদশাহ্! “আমাদের মধ্যে অশুভ কে? আমি নাকি আপনি?” আমি আপনাকে দেখলাম তাই রশিতে আবদ্ধ হয়ে উত্তপ্ত রোদে সারাদিন পুড়লাম, আর আপনি আমাকে দেখে আজ

অনেক শিকার করলেন। একথা শুনে বাদশাহ্ লজ্জিত হলো ও এই ব্যক্তিকে দ্রুত মুক্ত করে দিলো আর অনেক পুরস্কার ও সম্মান দ্বারাও ধন্য করলো। (অশুভ প্রথা, ৬ পৃষ্ঠা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! সন্দেহ প্রবণ বাদশাহ্ এক চোখ বিশিষ্ট লোকটিকে অশুভ মনে করে প্রখর রোদে সারাদিন বন্দি করে রাখার শাস্তি দিলো। কিন্তু তবু তার শিকারে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সফলতা অর্জিত হলো। এই ঘটনা দ্বারা সেইরূপ সন্দেহের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো, যা কোন মানুষ, পশু বা কোন দিনকে শুধুমাত্র নিজের সন্দেহের ভিত্তিতে অশুভ মনে করা, অথচ শরীয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি সন্দেহের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তার সব কিছুই অশুভ মনে হতে থাকে, এমনকি সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি নির্বোধ লোকের কথা শুনে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে শুধু নিজে কষ্টে পতিত হয় না বরং অন্যান্য লোকেদের জন্যও প্রাণনাশক হয়ে যায়। কোন মুসলমানকে অশুভ মনে করা, ঘণার আপদে নিষ্ক্ষেপ করতে পারে। অশুভ হওয়ার সন্দেহ শয়তানের ঐ হাতিয়ার, যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করিয়ে শান্তি নষ্ট করার কারণ হয়ে যায়। এই কথাটি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু বা সময়কে অশুভ মনে করা ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই, এটি সম্পূর্ণ সন্দেহমূলক মনোভাব হয়ে থাকে।

আমার প্রিয় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে এমন প্রশ্ন করা হলো: এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে; যদি সকালে তার অশুভ চেহারা দেখে নেয় বা কোন কাজে যাওয়ার সময় সামনে এসে যায়, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু অসুবিধা ও

কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে আর যতই নিশ্চিত রূপে কাজটি হয়ে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা হোক না কেন। কিন্তু তাদের ধারণা হলো, কিছু না কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই হবে, সুতরাং ঐ লোকদের তাদের মনোভাব অনুযায়ী প্রতিবারই অভিজ্ঞতা (Experience) হতে থাকে আর তারা এই বিষয়ে মনোযোগ রাখে যে, যদি কোথাও যাওয়ার সময় তার সামনে পড়ে যায়, তবে নিজের ঘরে আবার ফিরে যায়, আর কিছুক্ষণ পর এটা জেনে নেয় যে, সেই অশুভ ব্যক্তি সামনে নেই তো! না থাকলে আবারো নিজের কাজের জন্য বের হয়। এখন প্রশ্ন হলো: ঐ লোকদের এরূপ বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি কেমন, এতে শরয়ীভাবে কোন দোষের কিছু নেই তো?

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: পবিত্র শরীয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই, মানুষের মনের সন্দেহ মাত্র। শরীয়াতের আদেশ হলো: اِذَا تَطَلَّيْتُمْ فَاْمُؤُوا! অর্থাৎ যদি কোন অশুভ কুধারণা সৃষ্টি করে, তবে সেই অনুযায়ী আমল করবে না। এটি হিন্দুয়ানী পদ্ধতি, এই অবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ: وَاللّٰهُ لَا يَلْمِيْكَ اِلَّا بِظُلْمٍ اِلَّا كَيْفَ اَرَىٰ خَيْرًا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাকের! কোন অমঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে আর কোন মঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে আর তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই) পাঠ করা এবং মহান প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রেখে নিজের কাজে চলে যাও। কখনো থামবে না, ফিরেও আসবে না। **আল্লাহ পাকেরই ভাল জানেন।** (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনে ইসলাম এরূপ সন্দেহ ও মনোভাবের নিন্দা করে, যাতে কারো মনে কষ্ট পায়। সুতরাং আমাদের ইসলামী শিক্ষায় আমল করে কুসংস্কার ও সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে

থাকা উচিত। আসুন! এবার অশুভ প্রথার সংজ্ঞা (Defination) এবং এর প্রকারভেদ (Types) সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## প্রথা কাকে বলে?

প্রথা মানে ইঙ্গিত নেয়া, অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, শব্দ বা সময়কে নিজের পক্ষে শুভ বা অশুভ বলে মনে করা। মৌলিকভাবে তা দুই প্রকার: (১) অশুভ প্রথা গ্রহণ করা, (২) শুভ প্রথাগ্রহণ করা। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رحمته الله عليه, তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত করেন; শুভ প্রথা হলো: যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, সে সম্পর্কে কোন কথা শুনে সেই কাজের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা, এটি তখনই হয়, যখন কথাটি শুভ হয়, যদি অশুভ হয়, তাহলে অশুভ প্রথা। শরীয়াত এই কথার নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেন শুভ প্রথা গ্রহণ করে খুশি হয় এবং নিজের কাজ আনন্দচিত্তে সম্পন্ন করে এবং যখন কোন অশুভ কথা শুনে, তখন সেদিকে যেন মনযোগ না দেয়, আর সেই কারণে নিজের কাজও যেন বন্ধ করে না দেয়।

(তাফসীরে কুরতুবী, ২৬তম পারা, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৩২, ১৬তম অংশ)

## শুভ ও অশুভ প্রথার মাঝে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার এবং শুভ প্রথার মাঝে পার্থক্যও (Difference) জেনে নিন, সুতরাং এর উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো; অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা শরয়ীভাবে নিষেধ আর শুভ প্রথা গ্রহণ করা মুস্তাহাব, এছাড়াও ☆ শুভ প্রথা গ্রহণ করা আমাদের প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা صلى الله عليه وآله وسلم এর রীতি, আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা অমুসলিমদের রীতি, ☆ শুভ প্রথা গ্রহণ করতে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা সৃষ্টি হয়

আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করাতে নিরাশা সৃষ্টি হয়। ☆ শুভ প্রথা দ্বারা মনে প্রশান্তি ও আনন্দ অর্জিত হয়, যা সকল কাজে পরিশ্রম ও সমাপ্তির জন্য আবশ্যিক আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার থেকে দুঃখ ও দ্বিধা দূর সৃষ্টি হয়। ☆ শুভ প্রথা মানুষকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়, আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার হতাশা ও অলসতা সৃষ্টি করে, যা অবনতির দিকে নিয়ে যায়। ‘মিরাতুল মানাজিহ’তে রয়েছে: শুভ প্রথা গ্রহণ করা সুন্নাত, এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আশার সঞ্চার হয় আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা নিষেধ। কেননা, এতে আল্লাহ পাকের প্রতি নিরাশার সঞ্চার হয়। আশা করা উত্তম, নিরাশা মন্দ, সর্বদা আল্লাহ পাকের নিকট আশা রাখো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৫৫)

## অশুভ প্রথা মুশরীকদের পুরোনো রীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অমুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে অশুভ প্রথা গ্রহণ করা পুরোনো রীতি ও তাদের সন্দেহ প্রবণ লোকেরা প্রত্যেক বস্তু থেকেই প্রভাব গ্রহণ করতো। যেমন; কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য বের হলো আর পথে কোন পশু সামনে দিয়ে চলে গেলো বা কোন বিশেষ পাখির আওয়াজ কানে এলো তবে দ্রুত ঘরে ফিরে যেতো, এমনিভাবে কিছু দিন ও মাসে কারো আসাকে অশুভ মনে করা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। অনুরূপভাবে এরূপ কল্পনা বা মনে করা আমাদের সমাজেও অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে। ইসলামে এরূপ সন্দেহ প্রবণতাকে কখনো অনুমতি দেয় না আর ইসলাম যেখানে অন্যান্য অহেতুক প্রথার মূলৎপাটন করেছে, সেখানে এই মন্দ প্রথাকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। (সীরাতুল জিনান, ৩/৪১২) আসুন! অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার সম্পর্কে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু’টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা হিংসা করো তখন অতিরঞ্জিত করো না। যখন তোমাদের কুধারণা সৃষ্টি হয়, তখন এতে বিশ্বাস করো না আর যখন তোমাদের কুসংস্কার সৃষ্টি হয়, তবে সেই কাজ করে ফেলো আর **আল্লাহ** পাকের প্রতি ভরসা করো।

(আল কা'মিলে ফি দ্বা'ফায়ির রিজাল, আব্দুর রহমান বিন সা'আদ, ৫/৫০৯)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে: অশুভ প্রথা, হিংসা এবং কুধারণা। এক সাহাবী رضي الله عنه আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صلى الله عليه وآله وسلم! যে লোকের মাঝে এই তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে এর প্রতিকার কিভাবে করবে? ইরশাদ করলেন: যখন তুমি হিংসা করবে, তখন **আল্লাহ** পাকের নিকট ইস্তিগফার করো (তাওবা করো) আর যখন তুমি কোন কুধারণা করো তবে তাতে দৃঢ় থেকে না। আর যখন তুমি অশুভ প্রথা বের করবে, তখন সেই কাজ করে নাও। (মুজামুল কবীর, ৩/২২৮, হাদীস: ৩২২৭)

এব্যাপারে আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনগণের رحمهم الله পদ্ধতি অনুসরণীয়। কেননা, তাঁরা কোন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, সময় বা বস্তুকে নিজের জন্য অশুভ মনে করে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা বা নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সন্দেহ প্রবণ লোকের মতো মানসিকভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ** পাকের পবিত্র সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন আর যে কাজে ইচ্ছা করে নিতেন তা করেই নিতেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

## সফর করা থেকে বিরত রইলেন না

আমীরুল মুমিনিন মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رضي الله عنه যখন খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সফর করার জন্য

ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন একজন জ্যোতিষী প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি তাশরীফ নিয়ে যাবেন না, হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: এখন চাঁদ পৃথিবীর কক্ষপথ সমূহের মধ্যে একটি কক্ষপথে রয়েছে। যদি আপনি এই সময় চলে যান তবে আপনি পরাজিত হয়ে যাবেন। একথা শুনে হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ উত্তর দিলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং হযরত সিদ্দিক ও ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا জ্যোতিষীদের উপর বিশ্বাস রাখতেন না, আমি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে এবং তোমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য অবশ্যই সফর করবো। অতঃপর তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এই সফরের যাত্রা শুরু করলেন, আল্লাহ পাকের তাঁকে হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য জীবদ্দশার পর সবচেয়ে বেশি বরকত এই সফরে দান করেন, এমনকি সব শত্রুয়া মৃত্যু বরণ করলো আর আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বিজয় অর্জন করে আনন্দচিঙে ফিরে আসলেন।

(গাদ'আল আলবাব ফি শরহে মনযুমাতাল আ'দাব, ১/১৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার প্রত্যাখ্যাত

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ এর গোলাম মুযাহিমের বর্ণনা হলো: আমরা যখন পবিত্র মদীনা থেকে বের হলাম, তখন আমি দেখলাম যে, চাঁদ 'দাবারানে' (চাঁদের একটি তিথির নাম, এ সময় চাঁদ সপ্তর্ষি মন্ডলী ও মিথুনের মাঝামাঝি অবস্থান করে, আরবে গণকদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলো যে, চাঁদের এরূপ অবস্থা অশুভ হয়ে থাকে, মুযাহিমের ইঙ্গিত সেদিকেই ছিলো) অবস্থান করছে, আমি তাঁকে

এরূপ বলা সঙ্গত মনে করলাম না, বরং এভাবে বললাম: একটু চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, খুবই সুন্দর (Beautiful) দেখাচ্ছে! তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ দেখলেন যে, চাঁদ ‘দাবারানে’ অবস্থান করছে। তিনি বললেন: তুমি সম্ভবত আমাকে এ কথা বলতে চাইছো যে, চাঁদ এখন দাবারানে রয়েছে, মুযাহিম! আমরা চাঁদ ও সূর্যের সঙ্গে নই, বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ ও ইচ্ছায় বের হই। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হিকম, ২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## আসল অশুভ তো গুনাহের মাঝে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কোন সময় বরকতময় এবং মহত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ তো হতে পারে, যেমন; রমযান মাস, রবিউল আউয়াল, জুমা মোবারক ইত্যাদি, কিন্তু কোন মাস বা দিন অশুভ হতে পারে না। যেমনিভাবে- প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ রَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ইসলামে কোন দিন বা কোন মুহর্ত অশুভ নয়, হ্যাঁ, কিছু কিছু দিন বরকতময় হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৫/৪৮৪)

السَّفَرُّ سَفَرٌ مُبَارَكٌ وَمُفَارَقَةُ الْمَدِينَةِ مُفَارَقَةٌ مُبَارَكَةٌ সফরুল মুযাফফরও অন্যান্য মাসের ন্যায় একটি বরকতময় মাস। যেমনিভাবে অন্যান্য মাসে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ হয়, তেমনি এই মাসেও হতে পারে বরং একে তো সফরুল মুযাফফর অর্থাৎ সফলতার মাস বলা হয়, السَّفَرُّ এই সম্মানিত মাসেই হযরত আলী মুরতাদ্বَا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمُ ও খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহারা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এর বিবাহ হয়েছিলো। (আল কাশিমুল ফিত তারিখ, ২/১২) ★ সফরুল মুযাফফরে মুসলমানদের খায়বারের বিজয় নসীব হয়েছিলো। (আল বাদায়াত্টি ওয়ান নাহায়াত্টি, ৩/৩৯২) ★ সাইফুল্লাহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত আমর বিন আ'স ও হযরত ওসমান বিন তালহা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ সফরুল মুযাফফরের

আট তারিখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২/১০৯) ★ মাদায়িন (যেখানে কিসরার মহল ছিলো) এর বিজয় ১৬ হিজরীর সফরুল মুযাফফর মাসেই হয়েছিলো।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২/৩৫৭)

কিন্তু আফসোস! যখনই সফরুল মুযাফফরের প্রশান্তিময় ও বরকতময় মাসের আগমন হয়, তখন অলক্ষুণের সন্দেহ প্রবণতার শিকার কিছু নির্বোধ এই পবিত্র মাস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা সম্বলিত কথা প্রসার করে থাকে আর এই মাসকে (Month) খুবই অশুভ মনে করা হয় যে, এই মাসে বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয়, আর কাবুলি চনা ফাতিহা দেওয়া হয় অথবা আটার গুটি বানিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করানো হয় সুতরাং বিশেষ করে এই মাসের শেষ বুধবার তো খুবই অশুভ মনে করা হয়। আসুন! এই মাস সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো সম্পর্কে শ্রবণ করি:

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সফর মাসকে লোকেরা অশুভ হিসাবে জানে, এই মাসে বিয়ে শাদী করে না, কন্যা বিদায় করে না এবং এ ধরনের আরো অনেক কাজ করা থেকে বিরত থাকে আর সফর করা থেকেও বিরত থাকে, বিশেষ করে সফর মাসের প্রথম তের দিনকে অনেক বেশি অশুভ বলে মনে করা হয় এবং এসব হলো অজ্ঞতাজনিত কথা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: “সফর কোন কিছুই নয়।” (বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু লা হামাত, হাদীস: ৫৭৫৭, ৪/৩৬) অর্থাৎ মানুষের এটিকে অশুভ বলে মনে করা ভুল। অনুরূপভাবে যিলকদ মাসকেও অনেক মানুষ খারাপ মনে করে থাকে, আর এটাকে বলে শূন্যের মাস, এটিও ভুল আর প্রতি মাসের ৩, ১৩, ২৩, ৮, ১৮, ২৮ তারিখগুলোকে অশুভ মনে করে, এরূপ মনে করাও অনর্থক। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) সফর মাসের আখেরী বুধবার ভারতে খুব বেশি

পালন করা হয়, লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়, আনন্দ ভ্রমণ ও শিকারে বের হয়, পুরি বানানো হয়, গোসল করা হয়, আনন্দ উদযাপন করা হয় আর বলে; **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এই দিনে সুস্থতার গোসল করেছিলেন ও মদীনা শরীফের বাইরে সফরে গিয়েছিলেন। এসব কথা ভিত্তিহীন বরং এই দিনে হুযুরে আকরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর রোগ প্রবল ছিলো, এসব কথা বাস্তবতা বিরুদ্ধী (মিথ্যা) আর কেউ কেউ বলে থাকে যে, এই দিনে বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের আরো অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, সবই ভিত্তিহীন বরং হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: **صَفْرٌ** অর্থাৎ সফর কোন কিছুই নয়। (বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু লা হামাত, হাদীস: ৫৭৫৭, ৪/৩৬) এ সকল অর্থহীন কথাকে খণ্ডন করে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/ ৬৫৯)

## ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ “ছুটির দিনের ইতিকাফ”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, সফরুল মুযাফফর সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং তা শুধুমাত্র সন্দেহমূলক ধারণা এবং ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের ফল। সুতরাং মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উচিত, আমরা যেন এরূপ সন্দেহ প্রবণ ধারণা করা থেকে নিজেকে দূরে রাখি এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করি। কেননা, এই দ্বীনি পরিবেশে সন্দেহ ও অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার থেকে বাঁচার এবং এর প্রতিকারের ভরপুর মানসিকতা দেয়া হয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে সপ্তাহিক একটি দ্বীনি কাজ, ছুটির দিনে ইতিকাফ করা, সেই দ্বীনি কাজে প্রত্যেক সপ্তাহের ছুটির দিনে প্রত্যেক ওয়ার্ড যিম্মাদার, ইউ-সি, যিম্মাদার/ তাহসিল

মশাওয়ারাতে যিম্মাদারের পরামর্শে শহরের দিকে কিংবা কোন গ্রামে জুমা থেকে আসর বা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে ইতিকাফ করা হয় আর দরস ও বয়ানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** ইতিকাফের নিয়তে আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টি অর্জন করার জন্য মসজিদে অবস্থা করাও একটি মহান ইবাদত। সুতরাং আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর এ দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন এই দ্বীনি কাজের বরকতে আপনার কেবল ইতিকাফের নিয়তের না শুধু সাওয়াব অর্জন হবে বরং ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগও হাতে এসে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সন্দেহ প্রবণতা এমন একটি রোগ, যা মানুষের সুখ-শান্তি সব কিছু ছিনিয়ে নেয় আর তার জ্ঞানের কর্মক্ষমতাকে (Abilities) নষ্ট করে দেয়, যারা সন্দেহ প্রবণতার আপদে ফেঁসে যায়, তখন এরূপ মনে হয় যে, যেন তার জন্য কোন ব্যক্তি, স্থান, সময়, নিদর্শন, তারিখ, দিন, রাত, মাস বা বছর ইত্যাদি কিছুই সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং সে নিজেকে ছাড়া সকল কিছুকে নিজের জন্য অযথা অশুভ মনে করে, অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করে আর নিজের প্রতি বিভিন্ন অকল্যাণের দরজা খুলে দেয়। যেমনিভাবে-

## অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের বিভিন্ন রূপ

কখনো অন্ধ, ল্যাংড়া, কানা ও প্রতিবন্ধী লোকের সাথে, কখনো কোন বিশেষ পাখি বা পশু দেখে অথবা এর আওয়াজ শুনে কুসংস্কারের শিকার হয়ে যায়। ❀ কখনো কোন সময় বা দিন অথবা মাস থেকেও অশুভ

প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করে। ❀ কোন কাজের ইচ্ছা করলো আর কেউ কাজের পদ্ধতিতে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলো কিংবা কাজটি বন্ধ করে দিতে বললো, তবে এ থেকেও অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার বের করে নেয় যে, এই তো তুমি বাম হাত ঢুকিয়ে দিলে, কাজটি কি আর হবে! ❀ কখনো এ্যাম্বুলেন্সের (Ambulance) আওয়াজ শুনে, কখনো ফায়ার ব্রিগেডের (Fire brigade) শব্দ শুনে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের শিকার হয়ে যায়। ❀ কখনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল দেখেও নিজের জীবনে দুঃখ ও দুচিন্তা টেনে আনে। ❀ কখনো মেহমান বিদায় নেওয়ার পর ঘরে ঝাড়ু দেওয়াকেও অশুভ বলে মনে করা হয়। ❀ কখনো জুতো খোলার সময় জুতোর উপর জুতো চলে আসাকেও অশুভ মনে করা হয়। ❀ ডান চোখ লাফালে বিশ্বাস করে নেয় যে, কোন বিপদ আসবে। জুমার দিন ঈদ হলে তাকে সরকারী শাসনামলের উপর চাপ মনে করা হয়। ❀ কখনো বিড়ালের কান্নাকেও অশুভ বলে মনে করা হয়, তো কখনো রাতের বেলায় কুকুরের কান্নাকেও। ❀ প্রথম গ্রাহক কিছু না নিয়ে যদি চলে যায়, তবে একে দোকানদার অশুভ মনে করে থাকে। ❀ নববধূকে ঘরে নেয়ার পর যদি পরিবারের কেউ মারা যায় কিংবা কোন মহিলার যদি কেবল কন্যা সন্তান হতে থাকে, তবে এর গায়ে ‘অপয়া’ অপবাদের লেবেল সঁটে দেওয়া হয়। ❀ কোন মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাকে মৃত ব্যক্তির নিকট আসতে দেওয়া হয় না, এই ভেবে যে, সন্তানের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ❀ যুবতীবস্থায় বিধবা হয়ে যাওয়া মহিলাদেরকেও ‘অপয়া’ বলে মনে করা হয়। ❀ অযথা কেঁচি চালালে ঘরে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। কারো ব্যবহৃত চিরুণী ব্যবহার করলে মনে করা হয় দু’জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। ❀ খালি পাত্র বা চামচ পরস্পর সংঘর্ষ হলে মনে করা হয় ঘরে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাবে। ❀ যখন মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, যদি

তখন বড় সন্তানটি বাইরে আসে, তবে মনে করা হয় তার উপরই বিদ্যুৎ পতিত হবে। ❀ বাচ্চার দাঁত যদি উল্টা উঠে, তবে মামাদের নিকট সেই সন্তান বোঝা স্বরূপ মনে করা হয়। ❀ ছোট শিশু যদি কারো পায়ে নিচ দিয়ে চলে আসে, তাহলে মনে করা হয় যে, তার দৈহিক গড়ন ছোট-খাট রয়ে যাবে। ❀ শায়িত বাচ্চার উপর দিয়ে কেউ ডিঙ্গিয়ে গেলেও মনে করা হয় তার দৈহিক গড়ন ছোট-খাট রয়ে যাবে। ❀ মাগরিবের পরে দরজার পাশে বসা উচিত নয়। কেননা, বিপদাপাদ চলাচল করতে থাকে। ❀ ভূমিকম্প চলাকালে পালাবার সময় কেউ যদি মাটিতে পড়ে যায়, তবে সে বোঝা হয়ে যাবে। ❀ রাতের বেলায় আয়না দেখলে চেহায়ায় ভাঁজ পড়ে যাবে। ❀ আঙ্গুল মটকালে অমঙ্গল আসে। ❀ সূর্যগ্রহণকালে গর্ভবতী মহিলা ছুরি দিয়ে কিছু কাটা-কুটি করে না, কারণ এতে জন্ম হলে তার হাত অথবা পা কাটা বা ছিড়া হবে। ❀ নবজাতকের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিংড়ানো যাবে না, কারণ এতে শিশুর দেহে ব্যথা সৃষ্টি হবে। ❀ কখনো সংখ্যাকেও (Numbers) অশুভ মনে করা হয় (বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশে যারা বসবাস করীরা), এই কারণেই বড় বড় দালানে ১৩ নম্বরের তলা (ফ্লোর) হয় না (১২ তলার পরবর্তী তলাকে ১৪ নম্বর সাব্যস্ত করা হয়), অনুরূপ তাদের হাসপাতালগুলোতেও ১৩ নম্বরের (Room) সিট বা রুম থাকে না। কেননা, তারা এই নম্বরটিকে অশুভ মনে করে। ❀ মাগরিবের আযানের সময় সবগুলো লাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়। নয়তো বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হবে। বর্ণনাকৃত কুসংস্কারগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ, জাতি ও গোষ্ঠীতে অনেক ধরনের কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে। (অশুভ প্রথা, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের মধ্যে যারাই এরূপ কুসংস্কারের শিকার, তাদের উচিত, বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত এই রোগ থেকে

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়া। কেননা, অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের পরিণতি এতো ভয়ানক যে, **أَلَمَّا وَالْحَفِيظُ**

আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের কিছু ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## কুসংস্কারের ভয়ানক পরিণতি

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব সম্বলিত “অশুভ প্রথার” কিতাবের ২০নং পৃষ্ঠায় রয়েছে; ❖ কুসংস্কারে বিশ্বাসীদের আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা দুর্বল হয়ে যায়। ❖ আল্লাহ পাকের সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হয়। ❖ ভাগ্যের উপর ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ❖ শয়তানী কুমন্ত্রণার দরজা খুলে যায়। ❖ কুসংস্কারের কারণে মানুষের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা, চিন্তের দুর্বলতা, মনের ভয়, সাহসহীনতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। ❖ অনেক ধরণের ব্যর্থতা (Reasons) আসতে পারে। যেমন; কাজের পদ্ধতি সঠিক না হওয়া, ভুল সময়ে ও ভুল স্থানে কাজ করা এবং অপরিণামদর্শী কাজ করা। কিন্তু কুসংস্কারে অভ্যস্ত মানুষ নিজের ব্যর্থতাকে অশুভ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন থেকেও বঞ্চিত থাকে। ❖ কুসংস্কারের কারণে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়। ❖ যারা নিজের মধ্যে কুসংস্কারের দরজা খুলে নেয়, তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই অশুভ মনে হতে থাকে।

## “অশুভ প্রথা” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুসংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও এই মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “অশুভ প্রথা” অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবে

কুসংস্কারের প্রকারভেদ, ভাল ও মন্দ প্রথার উদাহরণ, কুসংস্কারের বিভিন্ন রূপ, কুসংস্কারের ক্ষতিকর পরিণতি, ইঙ্গিত (ফাল) দেখা ও এর পারিশ্রমিক নেয়ার বিধান, ইস্তিখারা করার পদ্ধতি, দোয়া ও উপকার, সফর মাসে সংগঠিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, ক্ষেত সমূহকে বদ নযর থেকে বাঁচানোর উপায়, মুয়ে মোবারক (চুল মোবারক) এর বরকত, অশুভ প্রথা ও শুভ প্রথার মাঝে পার্থক্য, শিক্ষণীয় কাহিনী ও ঘটনা এবং আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **আল্লাহ পাকের** সামর্থ্য দিলে অধিকহারে সংগ্রহ করে বন্টনও করুন। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out) ও করতে পারবেন।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মনে রাখবেন! সন্দেহ ও কুসংস্কার যদিও খুবই মারাত্মক রোগ, কিন্তু এমন রোগও নয় যে, যার কোন চিকিৎসা নেই আর যা থেকে মুক্তি অর্জন খুবই কষ্টকর। সুতরাং নিরাশ হয়ে শয়তানকে সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্তা ও তাঁর অনুগ্রহের প্রতি ভরসা করে এর কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন আর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করুন। আসুন! কুসংস্কারের কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## কুসংস্কারের ছয়টি কারণ ও এর প্রতিকার

(১) কুসংস্কারের প্রথম কারণ হলো: ইসলামী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা। এর প্রতিকার হলো: বান্দা যেন ভাগ্যের প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস রাখে যে,

প্রত্যেক কল্যাণ, অকল্যাণ আল্লাহ পাকের তাঁর ইলমে আযলী (অনন্তকালের জ্ঞান) অনুযায়ী ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমনটি হওয়ার ও যে যেরূপ করার তা তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা জানেন আর তাই লিখে দিয়েছেন। তবে কুসংস্কার অন্তরে স্থানই করতে পারবে না। কেননা, যখনই মানুষের কোন ক্ষতি হবে, তখন সে এই মানসিকতা বানিয়ে নিবে যে, এটি আমার ভাগ্যে লিখা ছিলো, কোন কিছুই অশুভ কারণে এমনটি হয়নি।

- (২) কুসংস্কারের দ্বিতীয় কারণ হলো: তাওয়াঙ্কুল অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা কমে যাওয়া। এর প্রতিকার হলো: যখনি কোন কুসংস্কার মনের মধ্যে আসে, তখন আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করুন। **إِنَّمَا لِلَّهِ** কুসংস্কারের মনোভাব মন থেকে চলে যাবে।
- (৩) কুসংস্কারের তৃতীয় কারণ হলো: অশুভ ইঙ্গিত (ফাল) গ্রহণ করে কাজ করা থেকে বিরত থাকা। এর প্রতিকার হলো: যখনই কোন কাজে অশুভ ইঙ্গিত (ফাল) বের হয়, তবুও সেই কাজটি করে নিন আর নিজের মনে এই মনোভাবটিকে স্থান দিবেন না যে, এই অশুভ ইঙ্গিতের (ফাল) কারণে আমার এই কাজে কোন ক্ষতি হবে।
- (৪) কুসংস্কারের চতুর্থ কারণ হলো: এর ভয়াবহতা ও ক্ষতি সম্পর্কে না জানা। বান্দা কোন জিনিসের ক্ষতি সম্পর্কে জানেই না, তবে তা থেকে বাঁচবে কিভাবে? এর প্রতিকার হলো: বান্দা যেন কুসংস্কারের ভয়াবহতা ও ক্ষতি সম্পর্কে পড়ে, এ সম্পর্কে ভেবে তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও যেন করে।
- (৫) কুসংস্কারের পঞ্চম কারণ হলো: প্রতিদিনের কাজকর্মে ওযীফা অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। এর প্রতিকার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁ **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কিছুটা এরূপ

বর্ণনা করেন: এই প্রকারের (অর্থাৎ কুসংস্কারের) ক্ষতিকর কুমন্ত্রণা যখন সৃষ্টি হয়, তার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস শরীফে কিছু সংক্ষিপ্ত ও খুবই উপকারী দোয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা একবার চাইলে একের অধিকবার আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা পাঠ করে নিন। যদি মন দৃঢ় হয়ে যায় আর সন্দেহ চলে যায়, তবে উত্তম। নয়তো যখন সেই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তখন একবার পাঠ করে নিন আর বিশ্বাস করে নিন যে, **আল্লাহ পাকের** ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওয়াদা সত্য আর অভিশপ্ত শয়তানের ভীতি প্রদর্শন মিথ্যা। কয়েকবারেই **আল্লাহ পাকের** সাহায্যে সেই সন্দেহ একেবারেই শেষ হয়ে যাবে আর কখনো কোন ভাবেই এর দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। সেই দোয়া হলো: (১) **حَسْبُنَا اللهُ وَ (۱)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর (তিনি) কতোই না উত্তম কর্মব্যবস্থাপক! (পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩)  
(২) **اللَّهُمَّ لَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُكَ** অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাকের!** তোমার ইঙ্গিতই ইঙ্গিত আর তোমার কল্যাণই কল্যাণ আর তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। (বাতেনী বিমারিয়ৌ কে মালুমাত, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

(৬) কুসংস্কারের ষষ্ঠ কারণ হলো, নেক প্রথা গ্রহণ না করা বা নেক প্রথা গ্রহণ করার প্রতি মনোযোগ না দেয়া আর এর মূল জ্ঞান না থাকাও। অশুভ প্রথা গ্রহণ করে এর উপর আমল করা যেহেতু শরীয়াতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আর শুভ প্রথা গ্রহণ করা শরয়ীভাবে মুস্তাহাব, তাই অশুভ প্রথা গ্রহণ করা বেঁচে থাকার জন্য শুভ প্রথা গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ুন।

## অনুবাদ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ ও কুধারণা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার আরেকটি উত্তম মাধ্যম হলো; আশিকানে রাসূল দ্বিনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বিনের খিদমতের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আশিকানে রাসূলের দ্বিনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বব্যাপি ৮০টিরও বিভাগের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টা করছে, এগুলোর মাধ্য হতে একটি বিভাগ হচ্ছে; অনুবাদ বিভাগ। এ বিভাগের অধিনে আমীরে আহলে সুন্নাত **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ও মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা সমূহ, মাসিক ফয়যানে মদীনা, সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও অন্যান্য বিভাগের সাথে সাংগঠনিক বিষয় বস্তুর অনুবাদ করা হয়। অনুরূপভাবে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষী অসংখ্য লোকও এ কিতাব ও পুস্তিকা থেকে উপকৃত হচ্ছে। আপনারাও মাকতাবাতুল মদীনার এ কিতাবা ও পুস্তিকা নিজেও পাঠ করুন এবং অন্যান্যদেরও পড়ার উৎসাহ দিন, সামর্থ অনুযায়ী পুস্তিকা বন্টনও করুন **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ** এর অসংখ্য বরকত অর্জন হবে। আল্লাহ পাকের অনুবাদ বিভাগকে আরো উন্নতির সাথে এর মহান কাজকে সামনে অগ্রসর করার সৌভাগ্য দান করুক। আমীন।

**صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ**

## প্রিয় আত্তার **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** এর আন্মাজানের উত্তম আলোচনা

আমাদের মাঝে সফরুল মুযাফফরের মোবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** এর সম্মানিত আন্মাজানের ওফাত হয়েছিলো, এ প্রসঙ্গে

তাঁর বরকতময় আলোচনাও শ্রবণ করি। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا একজন নেক ও পরযেগার মহিলা ছিলেন। যিনি স্বামীর মৃত্যুর পরও কঠিন সামাজিক সমস্যাবলীর মাঝেও নিজের সন্তানদের ইসলামের গন্ডিতেই প্রশিক্ষিত করেন, যার চাম্বুষ প্রমাণ স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর মোবারক সন্তা। তিনি একবার বলেছিলেন: اَسْمَانِيَتُ السُّنَّةِ থেকেই ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করার ও করানোর প্রতি আগ্রহী এতো বেশি ছিলো যে, তাইতো ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাইবোনদের নামাযের আদেশ (Instruct) দেয়ার পাশাপাশি কঠোরতার সাথে আমলও করাতেন, বিশেষ করে ফযরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিত আম্মাজানের এরূপ আদেশ ও প্রশিক্ষণের কারণে আমার মনে পড়ে না যে ছোট বেলায় কখনো আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: সম্মানিত আম্মাজান জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তীরাত) মিঠাদর (বাবুল মদীনা করাচী) এলাকায় ইস্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমাকে খুবই স্মরণ করছিলেন, সহধর্মীনী জানালো: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ কলেমা তৈয়্যবা ও ইস্তিগফার পড়ার পর মুখ বন্ধ হলো। বিশেষ করে গোসল দেয়া পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাটির যে অংশে রুহ কবয হয়েছিলো, অনেকদিন পর্যন্ত সেখান থেকে সুগন্ধি আসছিলো আর বিশেষকরে রাতের সেই অংশে যখন তাঁর ইস্তিকাল হয়েছিলো, বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ আসতো। তৃতীয় দিবসে সকালে কিছু গোলাপ ফুল এনেছিলাম যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি নিজের হাতে আম্মাজানের কবরে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন

সেগুলো থেকে এমন সুন্দর সুগন্ধ আসছিলো যে, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে আমি এরূপ সুগন্ধ পাইনি, বরং ঘন্টাখানেক এই সুগন্ধ আমার হাতে ছিলো।

(তাবকিরারে আমীরে আহলে সুন্নাত (২য় পর্ব), ৪১ পৃষ্ঠা)

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا নিঃসন্দেহে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا কোন সাধারণ মহিলা ছিলেন না বরং আল্লাহ পাকের নেকট্যধন্য, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ এবং সাহসী মহিলা ছিলেন, যিনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতায়ও দৃঢ়তার সাথে নিজের সন্তানদের সুন্নাতের প্রশিক্ষণে রত ছিলেন, যিনি নামায ও সুন্নাতের প্রতি নিজেও অনুসারী ছিলেন আর নিজের সন্তানদেরও নামায পড়তে আদেশ দিতেন। সম্ভবত এই কাজটিই আল্লাহ পাকের পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং দুনিয়া থেকে নিজের ঈমান নিয়ে গেলো, ওফাতের পর চেহারাও আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো আর যে স্থানে ওফাত হয়েছিলো সেই জায়গা সুন্দর সুগন্ধে ভরা ছিলো। যদি আমাদের ইসলামী বোনেরাও উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর এই চরিত্র থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং নফস ও শয়তানের বিরোধীতা করে জাহির ও বাতিনকে শরীয়াতের অলঙ্কারে সাজিয়ে নেয়, ফরয ও ওয়াজিবকে নিজের মধ্যে আবশ্যিক করে নেয়, যেভাবে তারা সন্তানদের স্কুল (School) অথবা টিউশনিতে যেতে অবহেলা করতে দেয়না আর যদি কখনো হয়েও যায় তবে কঠোরতা অবলম্বন করে, যদি এভাবেই নামায ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলা আর দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করে, তবে এতে দুনিয়ায়ও অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও বরকত নসীব হবে।

১৭ সফরুল মুজাফফর উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর ওরস উদযাপন করা হয়, সকল ইসলামী ভাই এই মাসে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর

ইসালে সাওয়াবের জন্য কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সালাম করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর লিখিত পুস্তিকা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে সালাম করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ★ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ★ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: “সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়ত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি, তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফায়তে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৫৯, ১৬তম অংশ) ★ দিনে যতবার সাক্ষাৎ হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়া করার সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, ★ আগে সালাম করা সুন্নাত, ★ প্রথমে সালামকারী আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী ও প্রিয়।

## ঘোষণা

সালাম করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তি হালকায় বয়ান করা হবে, সুতরাং এগুলো জানার জন্য তরবিয়াতী হালকাতে অবশ্য অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সালিয়াদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সালিয়াদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সালিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

### (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا وَمُلِكَ اللَّهُ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

### (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

### (৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জাম্ময যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাকের ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাকের পবিত্র, যিনি সত্ত্ব আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)